প্রথম আলো

তারিখ AUG. 02 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

(৫৬)

বুয়েট শিক্ষক সমিতি উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের শাস্তি দাবি করেছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ঘটনার জন্য দায়ী উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের শাস্তি দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক সমিতি।

শিক্ষক সমিতি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় প্রায় তিন মাস পরীক্ষা পেছানো হয়। এরপরও আবার পরীক্ষা পেছানোর অযৌক্তিক দাবিতে কিছু শিক্ষার্থীর আন্দোলন ৩০ জুলাই নজিরবিহীন ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। তারা বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসহ শিক্ষকদের বাসভবন, গাড়ি, কম্পিউটার ও অন্যান্য সম্পত্তি ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করেন। তাদের হামলায় শিক্ষকদের পরিবারের সদস্যরাও আহত হন। তারা দাবি আদায়ের জন্য সোহরাওয়ার্দী হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষকেও জিম্মি করেন।

এদিকে বুয়েট কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের আশ্বাস দিলেও এখনো তা গঠিত হয়নি। ছাত্রকল্যাণ পরিচালক মনোয়ার হোসেন জানান, তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বুয়েটের অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, আজ বুধবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

বাংলাদেশ অভিভাবক পরিষদ অবিলম্বে বুয়েট খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছে, এ নিয়ে গত চার বছরে তিনবার বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়, যা উদ্বেগজনক। সর্বশেষ ঘটনায় সব মহল ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলেও বিবৃতিতে দাবি করা হয়।

অনির্দিষ্টকাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও হল খালি করার নির্দেশ দেওয়ার পর শিক্ষার্থীরা চলে যাওয়ায় গতকাল বুয়েট ক্যাম্পাস ছিল পুরোপুরি ফাঁকা। তবে প্রশাসনিক ভবন খোলা ছিল।